

আনন্দ মঠ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুলাই
১৯৫৯

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

* নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত
কিশোর-কিশোরীদের জন্য সংক্ষিপ্ত
বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত ও দামোদর
গ্রন্থমালা

উপহার

"বন্দে মাতরম্"

"যে বলে যে, বাঙ্গালী চিরকাল
দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব,
…তাহার কথা মিথ্যা।"

— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আনন্দমঠে'র ভূমিকা

"আনন্দমঠ" বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে লেখেন। তাঁহার সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিকপত্রিকা 'বঙ্গদর্শনে' ইহা ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয় এবং পুস্তক-আকারে প্রথম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে ইংরেজ-পৃষ্ঠপোষিত প্রথম কংগ্রেসের জন্ম হয়।

বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে দুইখানি বই-এর নাম করা যায়, যে দুইখানি বই দুটি নতুন জাতির জন্ম দিয়াছে। প্রথম বইখানি হইল---"আনন্দমঠ"। আনন্দমঠ হইতেই বাংলার স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, এবং সেই আন্দোলনের ফলে নবীন স্বাধীন ভারত জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় বইখানি হইল—ম্যাকসিম্ গর্কীর "মাদার", যাহার প্রেরণায় সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্ভব হয়। জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে, সেই দিক হইতে এই বই দুইখানির দানের তুলনা নাই।

আনন্দমঠ হইল স্বাধীন বাংলার পুণ্যতম গ্রন্থ। এই বইতেই প্রথম বঙ্কিম দুটি অমর কথার সৃষ্টি করেন, 'বন্দে মাতরম্', জাতির জাগরণের অমৃত-মন্ত্র, যে-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাঙালী-বীর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে, যে-মন্ত্রকে অন্তরে ধারণ করিয়া এই শত নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত জাতি নিজের স্বাধিকারের দাবী করিয়াছে, যে-মন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত এই বিরাট দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই আনন্দমঠের প্রত্যেকটি অক্ষর মন্ত্রপূত। আনন্দমঠ স্বাধীন ভারতের পুণ্যতম গ্রন্থ।

প্রত্যেক স্বাধীন জাতির গর্ব্ব করিবার দুটি প্রধান জিনিষ আছে, একটি তাহার পতাকা, আর-একটি তাহার জাতীয় সঙ্গীত। আনন্দমঠ জাতির নিকট আনিয়া দিয়াছে, তাহার জাতীয় সঙ্গীত। সে

সঙ্গীতকে গ্রহণ করা বা না-করাতে তাহার মূল্যের কিছুই যায়-আসে না, কারণ, তাহার কাজ সে করিয়াছে। শত-সহস্র শহীদের পুণ্যরক্তে সে জাতির মর্য্যাদাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে, লক্ষ-লক্ষ মানুষের বুকে সে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি যোগাইয়াছে।

গল্পের আবেদন ছাড়া, আনন্দমঠ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই যে নদ-নদী-গিরি-পর্ব্বতময় দেশ, এ শুধু মাটি নয়, জড় পদাথ নয়, এই দেশ হইল বিশ্বজননীর প্রতীক, এই দেশ হইল আমাদের সকল ভক্তি, সকল শ্রদ্ধা, সকল পূজা-অর্ঘ্যের জীবন্ত দেবী, তাহারই জন্য জীবন, তাহারই জন্য প্রয়োজন হইলে মরণও সুন্দর হয়!

এই আনন্দমঠের মর্ম্মকথা।—

বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশে কেহ স্বাধীনতার কথা ভাবিতেও পারিত না! ইংরেজ আইন করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আইনের বাঁধনের ভিতর হইতে আনন্দমঠ লেখেন এবং সেইজন্যই বই-এর শেষের দিকে, ইংরেজদের চোখে ধূলা দিবার জন্য সন্ন্যাসীর মুখ হইতে কোম্পানীর রাজত্বের আবশ্যকতার কথা আনিয়াছিলেন!

আনন্দমঠ পড়িবার সময় শুধু এই কথাটাই তোমরা মনে রাখিবে এবং সেই সঙ্গে জানিবে, আনন্দমঠের সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক নয়। সত্য-সত্যই একদিন একদল সন্ন্যাসী দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য একটা বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিলেন।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয়জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

নৈহাটীর কাছে কাঁঠালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। এই বাড়ীটি আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁঠালপাড়াতেই বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবলপ্রমোশন' পাইতেন —ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার

করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এন্ট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমনি ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাখামাখি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি

করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব-সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন……বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন্‌-কিছু বলা বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!



আনন্দমঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল।

লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়! --উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল; যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল; জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্নগ্রামে বড় ধনবান—কিন্তু আজ ধনি-নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী সকলেই গিয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া, গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিলেন, "এরূপে কদিন চলিবে ?"

কল্যাণী বলিলেন, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে, আমি যতদিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে যাইও।"

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

কল্যাণী। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতা গেলে প্রাণ-রক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিলেন, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ, ইহা যে সব চোরে লুটিয়া লইবে।"

কল্যাণী। লুটিতে আসিলে আমরা কি দুইজনে রাখিতে পারিব ? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে ? চল, এখনও বন্ধ-সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র। তুমি পথ হাটিতে পারিবে কি ?

কল্যাণী। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজ-ধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে ?"

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইলেন।

দুঃখের দিনে কপালে কি হয় ভাবিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে। কল্যাণী ঘামিতে লাগিলেন, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে— এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়, একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির তৃষ্ণা সহ্য হয় না! অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত' মনুষ্য নাই!

মহেন্দ্র স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক ডাক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "তুমি একটু সাহস করিয়া একা থাক; দেশে যদি গাই থাকে, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

* * *

মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কল্যাণীর মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, "কেন তাঁহাকে যাইতে

দিলাম ?” মনে করিলেন, “চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি।” কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থদ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থি-চর্ম্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল।

কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আরও একটা আসিল, কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন; কন্যার নাম ধরিয়া, শেষে স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিলেন; কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইলেন না।

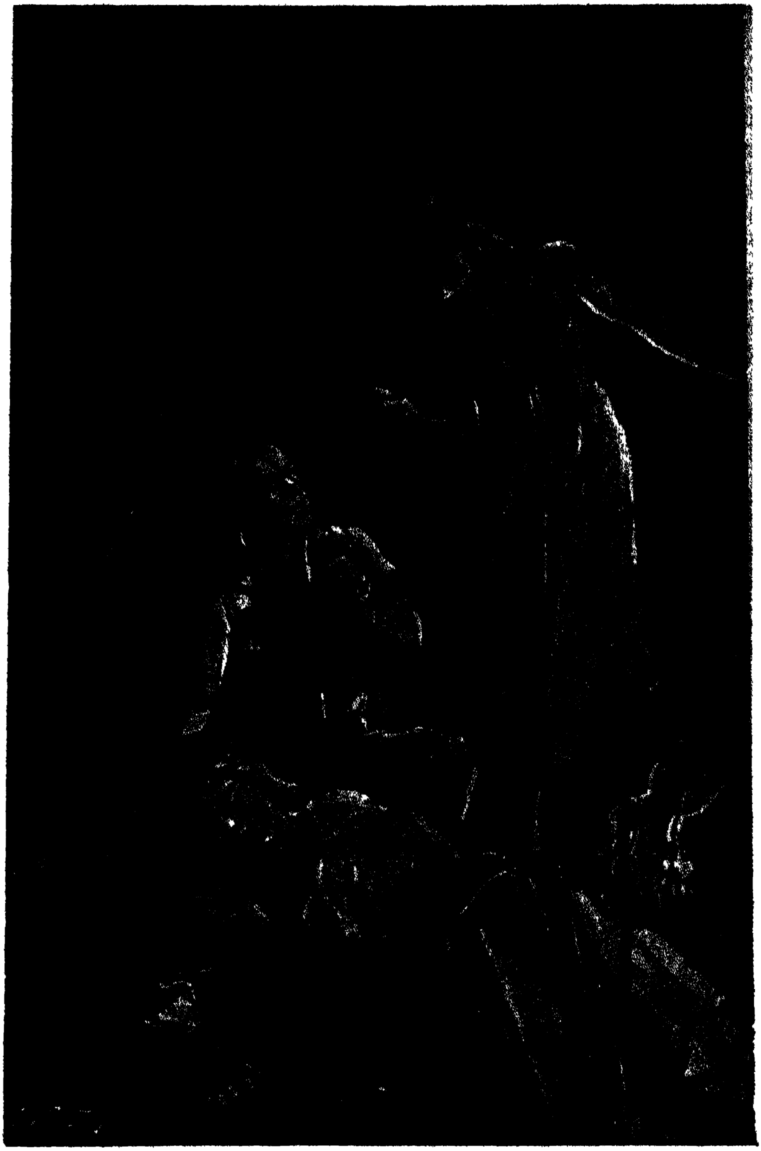
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়? যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত।

অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোনা রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবলগাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে, সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও, চাল দাও ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-রূপা চাহি না।"

দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল

তখন ক্ষুধিত, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী।" বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "আজ নরমাংস খাইব।" এই বলিয়া প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য এক জন আগ্ন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি-সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল।



"কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি ?"

অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃত শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌ন মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুটিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব। এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।"

তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী, কন্যা লইয়া শুইয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া বনমধ্যে পলাইয়াছেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া 'মার মার' শব্দ করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল।

অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতা কণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল।

তখন দস্যুরা চীৎকার করিয়া চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাঁহাকে আমি নিত্য

পূজা করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন !"

সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন,. অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগন পথে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন—শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত নীলাকাশ-পথে গায়িতেছেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। শেষে কল্যাণীর মাথার উপর গীত বাজিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সেই ঋষিমূর্ত্তি। কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

* * *

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্ন শিলাখণ্ড সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্যবৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। এই মঠের একটি কুঠারীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার

ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই মহাপুরুষ।

কল্যাণী বিস্মিত লোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা, এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে, তুমি খাও।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তারপর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন।

তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি মৃৎপাত্র বাহির করিয়া, সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন, "মা, কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।"

কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই, সেই পুরুষ তখন বলিলেন, "মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

তিনি এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণ স্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে, আমাকে বল—তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না?"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা,

আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।"

তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদায় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?"

কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল, অবনত মুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।"

কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি?"

ব্রহ্মচারী জল দিলেন। কল্যাণী সেই জল ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।"

ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে, কল্যাণী সেই জল পান করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি অমৃত পান করিয়াছি। স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।"

ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর। আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

* * *

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। একস্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল।

ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন: দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষ সকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র: এমন দুইশত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না।

ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে চন্দনশোভা।

ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?"

ভবানন্দ। গেঁয়ো-চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয়? আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হইতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া, তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না, মহেন্দ্র নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ মীরজাফরের উপর। মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে, বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাতে সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথ চলে না, রাত্রে চলে।

মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁষিয়া যায় দেখিয়া, তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন এক জন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল, এবং "চোর"—বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্তহস্তে

কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিলেন। ঘুষাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারিজন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল।

স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজনা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

* * *

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

যাইতে যাইতে অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর এক জন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তাঁহাকেও ধৃত করিল।

একজন সিপাহী বলিল, "আর একটাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এটাকেও সেইখানে বেঁধে রাখ।"

ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ একজন সিপাহীর গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি। কে আমি, তাহা

এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া, হাওলদার বলিল, "আরও একটা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।"

তখন এক জন সিপাহী তাহাকে ধরিয়া হাওলদারের নিকট আনিল। হাওলদার বলিল, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া গাড়ীর সঙ্গে চলিল।

এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল। হাওলদার ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। এক জন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল।

মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া, পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল।

সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন।

তখনই সিপাহীরা চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই এক আঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল।

সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন, আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে "হরি হরি" শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার", বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া, গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্স সকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা পলায়ন করিল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া ছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে, ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * *

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া এক জন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে।

তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহেন্দ্র। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবানন্দ। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না, অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে।

মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।"

ভবানন্দ বলিলেন, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি, আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।"

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিলেন। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এরা কি রকম দস্যু?

* * *

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিলেন। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্ত্তি ধীর প্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই।

ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, মাতা কে? জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন—

"বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্ মাতরম্
বন্দে মাতরম্!

শ্যামলাং সরলাম্ সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্॥”

মহেন্দ্র দেখিলেন, দস্যু গায়িতে-গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কারা?”

ভবানন্দ। আমরা সন্তান। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবানন্দ। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র। এই ত গাড়ী লুঠিলে।

ভবানন্দ। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহেন্দ্র। কেন? রাজার?

ভবানন্দ। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইল এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহেন্দ্র। রাজার রাজভোগ।

ভবানন্দ। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহেন্দ্র। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবানন্দ। অনেক সিপাহী দেখিয়াছি- আজও দেখিলাম।

মহেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখনি—একদিন দেখিবে।

ভবানন্দ। না হয় দেখিলাম, একবার বই ত দুইবার মরিব না।

মহেন্দ্র। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি ?

ভবানন্দ। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা, কেবল দুধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তার অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি নাই। সাপের ঘাড়ে পা দিলে, সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না ? দেখ, যত দেশ আছে—কোন্ দেশে এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায় ? সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের রাজা রক্ষা করে কই ? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোরদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?

মহেন্দ্র। তুমি একা তাড়াবে ? এক চড়ে না কি ?

ভবানন্দ। কেন, এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ।

মহেন্দ্র। তাহারা কি সকলেই সন্তান ?

ভবানন্দ। সকলেই সন্তান। এমন হাজার হাজার। ক্রমে আরও হইবে। তুমি সন্তান হইবে ?

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী কন্যার সংবাদ না পাইলে, আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবানন্দ। চল, তবে। তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিবে। এই বলিয়া দুই জনে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী; মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে সরস্বতী। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি।

ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "পাইতেছি।"

ব্রহ্মচারী। বিষ্ণুর কোলে কি আছে, দেখিয়াছ?

মহেন্দ্র। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্মচারী। মা, আমরা যাঁর সন্তান।

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্মচারী। সময়ে চিনিবে; বল—"বন্দে মাতরম্"। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে ?"

ব্রহ্মচারী। মা—যা **ছিলেন**।

মহেন্দ্র। সে কি ?

ব্রহ্মচারী। ইনি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।"

মহেন্দ্র সভয়ে ব্রহ্মচারীর পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা **হইয়াছেন**।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন "কালী।"

ব্রহ্মচারী। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা—এই জন্য নগ্নিকা! আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী। বল, "বন্দে মাতরম্"।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ অবরোহণ করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজাপ্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন।

ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই মা যা **হইবেন**। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন !"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী কন্যা কোথায় ?"

ব্রহ্মচারী। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবার মাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্মচারী। কেন বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্মচারী। কোথায় বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এই মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব ?"

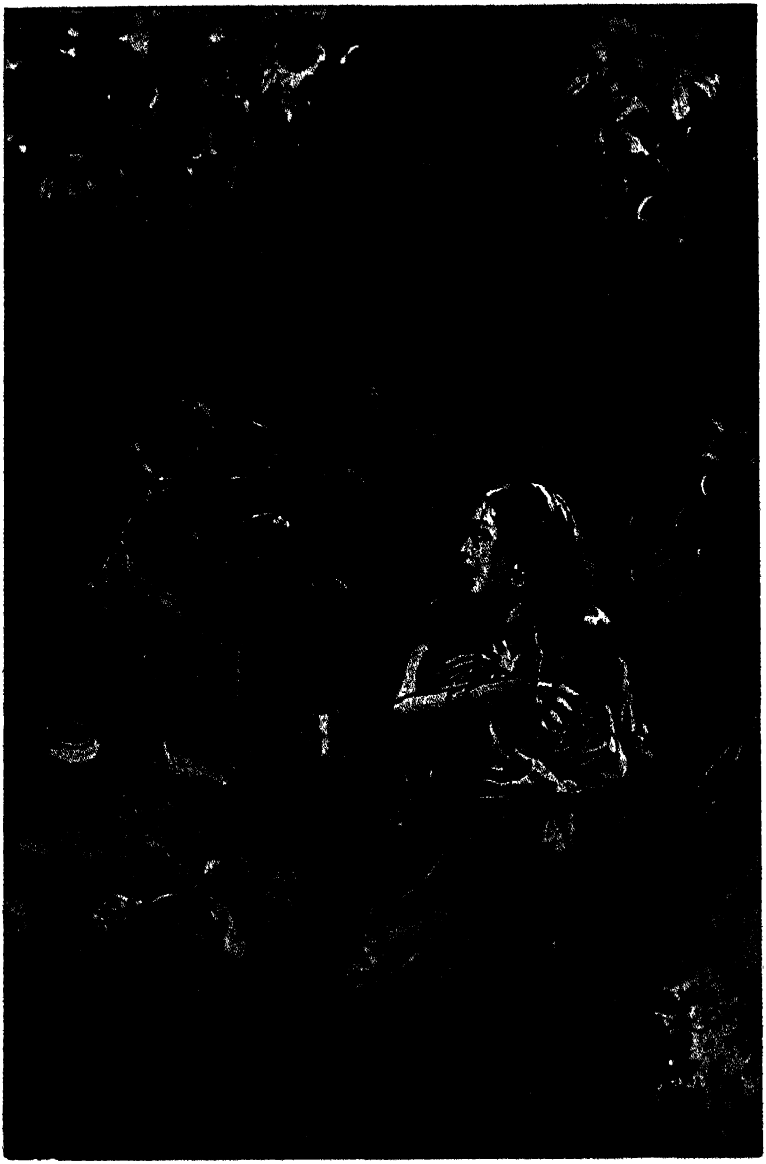
ব্রহ্মচারী। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে পাইবে।

মহেন্দ্র নির্গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছেন

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুড়ঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভ কক্ষেয় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না, তাহা হইলে উহার সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না।

আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিও। কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম !"



সকলে দলপতিকে আঘাত করিতে লাগিল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল, মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, "এখন কোথায় যাই?"

কল্যাণী বলিলেন, "চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।"

মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে, কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর এক দিকে রহিল। বনের ধারে ধারে রাজপথ, এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কল কল শব্দে বহিতেছে।

কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি। বিপদ্ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন।" এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সেখানে যেন সকলের উপরে কে বসিয়া আছেন,—অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি, আমি চিনিতে পারিলাম না।—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ,

এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সেদিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম। চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি। সেও জ্যোতির্ম্ময়ী ; কিন্তু চারিদিকে মেঘ, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা, মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদিতেছে। যেন সেই শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।'

তখন সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে?' তখন আবার শব্দ হইল, 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস!' আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।" এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি।

কল্যাণী। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেই-খানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?"

কল্যাণী। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু—কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র। কিন্তু বলিয়া কি বলিতেছিলে?

কল্যাণী। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—

সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও যাইতে আমার ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটিতে রাখিলেন। তখন দুই জনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্য-মনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া ডাইন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তারপর ডাইন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তারপর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল —বড়িটি পড়িয়া গেল।

সুকুমারী মনে করিল, এ আর-একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া, থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না।—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময় তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!"

কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পূরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। সুকুমারী তখন একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া— সবে গুটিকতক দাঁত উঠিয়াছে—মা'র মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল, কেন না, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল। কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে, বড়িটা

আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোঁক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল—শেষে কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া, কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণী, ও কি করিলে?"

কল্যাণী স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "আমি চলিলাম।"

"কল্যাণী, কি করিলে?" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে দেবতার কাজে অযত্ন কর। দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমি যাও।"

কল্যাণী। মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলেই ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি গলগ্রহ। আমি মরিলাম, ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।

এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর করিতে না পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল, তাহার পেটে

বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে:—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

তখন কল্যাণী মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষু নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল। মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী— এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এ দিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল।

সেই পথের ধারে মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিল, "এই একটা সন্ন্যাসী।"

আর এক জন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল। কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, আমি হরিনাম করিয়া থাকি, হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?"

সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।"

তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন :—

ধীর সমীরে তটিনী তীরে
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী॥ ইত্যাদি

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না; কেন না, বিচার করিবার লোক ছিল না।

* * * *

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে স্ত্রী কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে।"

মহেন্দ্র। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। আমার স্ত্রী কন্যাকে শৃগাল-কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।

সত্যানন্দ। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্যানন্দ। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরীক্ষা?"

সত্যানন্দ! তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিলেন, "মহারাজ। আপনিও কেন যান না ?"

সত্যানন্দ। তুমি কে ? ধীরানন্দ গোঁসাই ?

ধীরা। আজ্ঞে হাঁ।

সত্যা। প্রহরী হইলে কি প্রকারে ?

ধীরা। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামাজোড়া, পাগড়ী, বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্যা। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীরা। কেন—সে কি ?

সত্যা। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে ?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্যপ্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেলেন। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কানে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল; দেখিলেন, প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে— প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

"ধীর সমীরে তটিনী তীরে
বসতি বনে বরনারী।"

নদীর ধারে আবার কোন নারী না খাইয়া পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা।

মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন। এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত, তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এ জন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে চারিখানি ঘর। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটি ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই; বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে; চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। "এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া, তাহাকে বলিলেন "ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বই কি, খাবে?"

জীবানন্দ বলিলেন, "হাঁ, খাব।"

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুগ্ধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন।

মেয়েটি সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। বোধ হয়, এই যুবতীকে মা মনে করিয়াছিল।

জীবানন্দ বলিলেন, "ও নিমি! তোর এখনও দুধজ্বাল হলো না?"

নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

জীবানন্দ বলিলেন, "ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।"

নিমি তখন মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল।

নিমি বলিল, "আমায় মেয়েটি দেবে?"

জীবানন্দ বলিলেন, "তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি ?"

নিমি। আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—

বলতে বলতে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবা। তা নে, আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। আমি চললুম এখন।

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না ? বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও !

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব ? তুই ত পেরে উঠব না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "বোনাই কোথা ?"

নিমি বলিল, "কোথায় বেরিয়েছেন।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেককাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদর নামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল "দাদা, আর কিছু খাবে ?"

জীবানন্দ বলিলেন, "আর কি আছে ?"

নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁঠাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁঠাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁঠালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, "দাদা, আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা। আর একদিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা, আমার একটি কথা রাখিবে?"

জীবা। কি?

নিমাই। একবার বউকে ডাক্‌বো?

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি এক দিন তোর চাল দাল ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী। আমি চললুম।" এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, নিমাই দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বউয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।"

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্?"

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, "বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ করবে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় করবো! লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।"

জীবানন্দ হাসিলেন, "ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আসবি, নিয়ে আয়।"

হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণ-কুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বউ, শীগ্‌গির শাড়ী বের কর।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে হাসিতে হাসিতে ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে?"

নিমাই বলিল, "তুই পরবি।"

সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?"

তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।"

সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন ত ঢাকাই শাড়ী কেন?" কিছুতেই সে কাপড় বদলাইল না। অগত্যা নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

*   *   *

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক-বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিনগ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে—"

জীবানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রতভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না; কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। যে তোমা-হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহা অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে? চল, গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না। তারপর বলিল, "ছি,—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহণ কড়ি!"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না। এখন চলিলাম।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

নবম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমন সময়ে বিষণ্ণমুখে জ্ঞানানন্দনামা এক জন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকালেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গৈরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি শত্রুর হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন লোক বাঙ্গালায়

নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি, তুমি মঠ রক্ষা করিও।”

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সেখান হইতে কিছু দূরে দুইটি অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন।

জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে, ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দিভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটিও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে।

ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন। বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, অনেক প্রকার পরীক্ষা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব?

এইরূপ চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস

করিয়া সেই রস শবের ওষ্ঠ দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন।

এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে, অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলে জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র, দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র।

তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে জ্ঞানানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুয়ের বাসা ভাঙিয়া, এই শত্রুপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু পরম গুরু, যিনি অনন্ত-জ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোক-হিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার জন্য শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই? এ বাহুতে কি বল নাই? এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক,—হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" সহস্র অসি একেবারে ঝনাৎকার শব্দ করিল। মহাকোলাহলে পশুসকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চ রব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। তখন "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। পত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এ দিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া, কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল, এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল।

সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই তাহারা যেখানে শত্রুপক্ষের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্টসাধনে প্রয়োজন নাই।"

সন্তানদিগের এই দৌরাত্ম্যের সম্বাদ পাইয়া দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে দমনার্থ একদল "পরগণা সিপাহী" পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া, আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। কিন্তু, লাঠি সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

ইহাতে প্রথম ফল হইল এই যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল। কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শান্তিও কখন খোঁপা বাঁধিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল! ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না, এক জন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তখন জীবানন্দের পিতা-মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায়-ভার নেয় কে ?"

জীবানন্দ বলিল, "আমি আনিয়াছি, আমিই দায়ভার গ্রহণ করিব।" পিতা-মাতা বলিলেন, "ভালই।"

জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহ-বয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর শান্তি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া ; কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পবে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিলেন। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। এক দিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। অল্পকালেই সেই পথে এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর একপ্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালক সন্ন্যাসীবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া, আদর করিয়া দলে লইল।

শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল। ক্রমশঃ অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। একদিন শান্তি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে, এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি,ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।"

শান্তি বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?"

জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিল।

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথা পেলি ?"

নিমাই বলিল, "কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার ত অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে ; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয় ?"

তারপর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল, পরে উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তারপরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এত দিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই !"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্তে তাহাই ভোজন করিল। তারপর তাহার ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। মাথার রুক্ষ কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ব্ব বিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল।

তারপর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। তারপর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া, কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া, কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্নাসীবেশে দ্বারোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কি দোষে আমরা পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলা গুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি-সোটা কি হইবে? এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীবা। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্যা। সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যতদিন না ফিরিয়া আসি, ততদিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলা গুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে, আর এত পাইবেন কোথা?"

সত্যা। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ভবা। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্যা। পদচিহ্নে।

জীবা। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্যা। নহিলে কিজন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভবা। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্যা। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীবা। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী-কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল, সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্যা। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রী-লোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?"

সত্যা। বিষ পান করিয়া।

জীবা। কেন বিষ খাইল?

সত্যা। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

জীবা। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্ন কাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভবানন্দ। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। খাঁটি সোনা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। আমি চলিলাম। তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাকী আছে।

তখন উভয়ে যুক্তকর হইয়া নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দুইজনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্তব্য হইবে।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহেন্দ্র। কোথায় মহারাজ?

সত্যানন্দ। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহেন্দ্র। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ?

সত্যানন্দ। তা শুনিবার আগে, একটা কথার উত্তর দাও। তুমি সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহেন্দ্র। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্যানন্দ। তবে কন্যা কোথায়, শুনিতে চাহিও না।

মহেন্দ্র। কেন মহারাজ?

সত্যানন্দ। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। যতদিন সন্তানের মানস সিদ্ধ না হয়, ততদিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে, দেখিতে ত পাইবে না।

মহেন্দ্র। তা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্যানন্দ। না ভুলিতে পার এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহেন্দ্র। সন্তান মাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।

সত্যানন্দ। সন্তান দ্বিবিধ। দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের সময় লাঠি সড়কীওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে অধিকারী হইবে না।

মহেন্দ্র। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্যানন্দ। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহেন্দ্র। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্যানন্দ। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহেন্দ্র। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

সত্যানন্দ। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব

ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা; দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। এখন বুঝিলে?

মহেন্দ্র। বুঝিলাম।

* * *

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত এবং অনশন আছ ত?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তান-ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভয়ে। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যা। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না?

উভয়ে। না।

সত্যা। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভয়ে। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্যা। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্যা। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভয়ে। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্যা। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভয়ে। তথাস্তু।

সত্যা। তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দির-মধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

* * *

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন, সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে,

আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে।

তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ—এইসকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহনির্ম্মিত ঘর প্রস্তুত করাইবে, সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সে সকল অর্থের দ্বারা এইসকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানাস্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পিসকল আনাইতেছি। শিল্পিসকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এইজন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।”

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

* * *

মহেন্দ্র বিদায় হইলে, দ্বিতীয় শিষ্য আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন, “বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?”

নূতন সন্তান বলিল, “আপনার যাহা অভিরুচি।”

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল?”

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দাড়ি বাম হাতে ধরিয়া একটান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন, “ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা?”

শান্তি তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল, পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি? স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না? সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?"

সত্যা। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি। সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?

সত্যা। চারি জন মাত্র। এক জন আমি, জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি; তুমি দেবী, না মানবী?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্যা মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।"

সত্যা। তাই বা কিসে? তুমি কি বালবিধবা? না, বালবিধবারও এত বল হয় না; কেন না, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্যা। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে। জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল,

"পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ?" সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তুমি সাধ্বী, কিন্তু দেখ মা—পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি?"

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল?

সত্য। তা হউক, জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি, ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি। স্বামিদর্শনের জন্য নয়। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিল, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তান সম্প্রদায়কে কেন দাহ করিবে?

এই বলিয়া, পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল।

অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবৰ্দ্ধন নামে একজন পরিচারক প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবৰ্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।

শান্তি বলিল, "ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ ত দেখা হইল না।"

গোবৰ্দ্ধন বলিল, "ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না।

গোবৰ্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। তিনি কথা কহিলেন না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার ঘর?"

গোবৰ্দ্ধন বলিল, "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে? কৈ, কেউ ত এখানে নাই?

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা ত হবে না। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয়, আর একটা ঘর খুঁজে নিন।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বল্লেই হয়, যা করেন, তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের একখানি পুঁথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, "এ কি এ? শান্তি?"

শান্তি ধীরে ধীরে পুঁথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "শান্তি কে মহাশয়?"

জীবানন্দ অবাক্—শেষে বলিলেন, "শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?"

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।" এই কথা বলিয়া সে আবার পুঁথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে তারপর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে করে এসেছ?"

শান্তি বলিল, "ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা কহিতেছি না। তবে আপনি কেন আমাকে 'তুমি তুমি' কহিতেছেন?"

'যে আজ্ঞে' বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাত করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে বিনীতভাবে ভৃত্যের নিবেদন, কি জন্য ভরুইপুর হইতে এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।"

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি



শান্তি ধনুক লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া·

না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া আজ দীক্ষিত হইয়াছি।

জীবা। আ সর্বনাশ! তুমি যে স্ত্রীলোক।

শান্তি। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা, গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল।

এদিকে সন্তানসম্প্রদায় নিত্য বিষ্ণুপাদপদ্মপূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে এক ঘর মণিমাণিক্য দেখ, আর একদিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে,—"ভাই, বিষ্ণু পূজা করবি।" এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া, কোন গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসীদিগের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া তাহারা প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দিনে দিনে শত শত মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান দলবদ্ধ হইয়া যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণবধ করে। যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুঠিয়া লইয়া ঘরে আনে।

স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত, তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে।

এই সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেব ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। তিনি নিরুপায় দেখিয়া কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমিদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া কোম্পানির সুশিক্ষিত সদাস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, "তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে

ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণসংহার করিবে।"

কোম্পানির সৈনিকেরা বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য, অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের ন্যায় কর্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

* * * *

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল, ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারি দল ফৌজ লইয়া আসিয়াছিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন। একদিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বহু দূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন, কাপ্তেন টমাস বলিলেন, "তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, কাঁধে বন্দুক লইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে।

কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে ?"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি rebel."

সন্ন্যাসী। সে কি ?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি করিয়া মাড়িব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্‌বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল। কাপ্তেন সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না, এখন আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি কে ?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে (ঘরে) ঠাকিব ?

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে ; আমাদের ঘরে একটা বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে ; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেব, তুমি সেই কোটরে থাক্‌বে ? আমাদের বাগানে বেশ মর্তমান কলা হয়।

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিস ; এখন আছে ?

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয় !

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটি দোতালা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন।

দোতালার একটি ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্যের উপর একটি ঘোরতর ছায়া আছে। ইঁহাকে পূর্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয় ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইঁহার চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুঁথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরি-নামের মালা টাঙ্গানো আছে। আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণী শারীরিক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট আর আমারই কি ইষ্ট।

ভবানন্দ। অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই—জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।"

ভবানন্দ। সত্য কল্যাণী। তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে ?

কল্যাণী। না।

ভবানন্দ। অভিধান ?

কল্যাণী। ভাল লাগে না।

ভবানন্দ। বিদ্যা অর্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম! এখন এ অশ্রদ্ধা কেন ?

কল্যাণী। আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু ?

ভবানন্দ। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর ? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

কল্যাণী। আমি তাঁর পক্ষে মৃত। তিনি আমার পক্ষে মৃত নন।

ভবানন্দ। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণী।

কল্যাণী। মরিলে কি সম্বন্ধ যায় ? তিনি কেমন আছেন ?

ভবানন্দ। ভাল আছেন।

কল্যাণী। কোথায় আছেন ? পদচিহ্নে ?

ভবানন্দ। সেইখানেই আছেন।

কল্যাণী। কি কাজ করিতেছেন ?

ভবানন্দ। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্মাণ, অস্ত্রনির্মাণ। তাঁহারই নির্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন, তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

কল্যাণী। আপনি সংবাদ কিছু রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে ?

ভবানন্দ। অনেকদিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সেদিকে যান নাই।

কল্যাণী। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না ?

ভবানন্দ। তোমার কন্যা আনাইয়া দিব। কিন্তু তার পর ?

কল্যাণী। তার পর কি ঠাকুর ?

ভবানন্দ। স্বামী।

কল্যাণী। ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভবানন্দ। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয় ?

কল্যাণী। তবে তাঁরই হইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন ?

ভবানন্দ। না।

কল্যাণী। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভবানন্দ বলিলেন, "দিব।"

ভবানন্দ বিদায় হইলেন, কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে-দলে সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না রাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। সকলেই মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল।

সত্যানন্দ কি জন্য কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কানাকানি করিতে লাগিল, "মহারাজের তপঃ সিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।"

তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল, কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ বলিল, "জয় জয়। মহারাজ কি জয় !" কেহ গায়িল, "হরে

মুরারে মধুকৈটভারে!" কেহ গায়িল, "বন্দে মাতরম্!" কেহ বলে, "ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীর-পাত করিব?"

সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল।

সত্যানন্দ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে সন্তানগণ! তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা এক জন দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব—কোথায় তারা, দেখাইয়া দিবে চল!"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদের একটু ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড় বীর জাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে সতেরোটা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে, বেলা চারিদণ্ড হইলেই —ও কি ও—"

"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!" অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তান সম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমরা দেখ, কিসের তোপ।"

কয়েকজন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।"

তিনি বলিবার আগেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাত-

কিরণে দেখিতেছিলেন! তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।"

সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বারোহী, না পদাতিক?"

জীবানন্দ। দুই আছে।

সত্যানন্দ। কত?

জীবানন্দ। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্যানন্দ। গোরা আছে? না কেবল সিপাহী?

জীবানন্দ। গোরা আছে।

সত্যানন্দ। তুমি গাছ হইতে নাম।

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।"

জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিলেন, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিলেন তাহাও কেহ বুঝিল না। কেবল তাঁরা দুই জনেই মনে মনে বুঝিলেন যে, হয়ত এ জন্মের মত বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, "ভাই! এই সময় গাও, 'জয় জগদীশ হরে'।"

তখন সেই দশসহস্র সন্তান এককণ্ঠে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া গায়িল, "জয় জগদীশ হরে!"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তান-সম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না। সকলে গায়িতে লাগিল, "জয়-জগদীশ হরে!"

গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে

বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর?"

উপর হইতে এক জন বলিল, "এই কাননের অতি নিকট, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদের জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।"

তখন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, "আইস।"

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতিক অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্তী হইল। পদাতিকের স্কন্ধে বন্দুক, কটিতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল, "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভবানন্দ। জীবানন্দ উত্তর করিলেন, "কি করিতে বল?"

ভবানন্দ। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য একদণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীবানন্দ। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভবানন্দ। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীবানন্দ। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভবানন্দ। আজ আমার মরিবার দিন।

জীবানন্দ। তবে এস।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তানসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এমন সময় গাও, 'বন্দে মাতরম্'।"

তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, "বন্দে মাতরম্"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই দশ সহস্র সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল।

তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভবানন্দ। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীবানন্দ। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্বে হইতে আক্রমণ হইতেছে; বাম পার্শ্বে কেহ নাই, চল, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বাম দিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভবানন্দ। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী।

জীবানন্দ। নদীর উপর একটা পুল আছে, আমার স্মরণ হইতেছে।

ভবানন্দ। এই দশ সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধ হয় একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদয় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীবানন্দ। এক কর্ম কর, তুমি অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই। তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা বাঁচিলে বাচিতে পারিবে!

ভবানন্দ। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্বার "বন্দে মাতরম্" শব্দ উত্থিত করিয়া, ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধান কাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল। এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া, বাম ভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন।

কাপ্তেন টমাসের এক জন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি একদল সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা এক জন সহযোগীকে বলিলেন যে, "আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও। বাম দিক্ দিয়া লেপ্টনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ যাইতেছেন, দক্ষিণ দিক্ দিয়া

তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে তাহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব।"

কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা।" কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া, আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন।

চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর-একবার তোমরা 'জয় জগদীশ হরে' বল।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না।

তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, "ইহাকে বাঁধ।"

তখন অল্পসংখ্যক সেনা কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া, "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে ওয়াট্‌সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াট্‌সন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন

আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল, "পুলে যাও, ও পারে যাও। নইলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল, পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল।

ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস—তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।"

তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাঁহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল।

তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, "বল, বন্দে মাতরম্!"

সকলে গায়িল,—"বন্দে মাতরম্!"

ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।"

সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা এই ব্যূহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জনকয় গোলন্দাজ দিয়া যাও!"

কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—অবসর পাইয়া দলে-দলে সন্তান সেনা অপর পারে গেল।

আর কিছুকাল পুল রক্ষা করতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।"

উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় অবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল।

সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত সিপাহীরা পলায়ন করিতে লাগিল।

ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই, উহারা ভাগিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।"

তখন সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। শত্রুরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান।

তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্মীর দল পলাইল।

মার্ মার্ শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল।

সর্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌সন ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আমরা সকলে তোমাদের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।"

জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার।"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০।৩০ জন গোরা-সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল।

জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই। এই কয় জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।"

ভবানন্দ বলিলেন, "এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না।"

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ। আগে ঐ বেটা মরিবে, তবে ত আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল, "ইংরেজ। আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও। তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তারপর বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, একজন আইরিস্‌ম্যান্ কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল।

ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন সন্তান আছে যে, এ সময় আমাকে রক্ষা করিবে! দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কে আছে?"



ভবানন্দ নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন।

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ৫০ জন সন্তান আসিল।

ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমিও কি আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

ধীরানন্দ। "কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল নাকি?" এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিল।

ভবানন্দ। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রী-পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না।

ধীরানন্দ। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই?

ভবানন্দ। না।

ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন।

এই সময়ে একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।

ভবানন্দ বলিলেন, "সন্তানের জয় হউক ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি!"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞানুক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে "বন্দে মাতরম্" গায়িল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্তে ভবানন্দ মুখে "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকী আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে

উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি।” বিশেষ, যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল, মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।

তখন সন্তানদল “বন্দে মাতরম্” বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল।

বহুলোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া, অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া “হরে মুরারে” গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন ; গোপনে পাঁচজনে পরামর্শ করিতেছেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, “এত দিন যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে। এ প্রদেশে শত্রু সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, এক দণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না।”

জীবানন্দ বলিলেন, “চলুন, এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।”

সত্যানন্দ। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথায় ? একজনকেও পাইবেন না।

সত্যানন্দ। কেন ?

ধীরানন্দ। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না, আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, “যাহা হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য

প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারিজনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন।

সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এখন আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে তা ত জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে, ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।"

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।" এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন।

শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?"

শান্তি বলিল, "আমার আশ্রমে আসুন।"

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া, মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, "আমি আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন? কেন?"

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "দিন পূর্ণ হইয়াছে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্" কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।

হিন্দুরা বলিতে লাগিল, "আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।"

এ সকল কথা কল্যাণীর কানে গেল। কল্যাণী মনে মনে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আজ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামি সন্দর্শনে যাত্রা করিব।"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া এক খিড়কির দ্বার খুলিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত, পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?"

কল্যাণী ভীতস্বরে বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।"

কথা দফাদারের কানে গেল। দফাদার বলিল, "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।"

শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, "যাও মায়ি, যাবার মানা নাই।"

কল্যাণী ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক; কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও একদল অতি উদ্ধত বিদ্রোহীর হাতে পড়িয়া গেলেন। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল।

কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। এক জন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল।

সেই সময়ে আর এক জন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

কল্যাণী। পদচিহ্নে?

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, "সে কি,—পদচিহ্নে ?"

এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন ? দেখিতেছি, ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম ? আমি আজ নিঃসহায়, নইলে তোমার মুখে আমি লাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "ও আমার কপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও এই দশা।"

শান্তি বলিল, "ভাই মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ ?"

কল্যাণী বলিলেন, "তুমি কে ? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ। আমি সব জানি। আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না!"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

শান্তি বলিল, "ভয় কি ? চল, পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। বলিলেন, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।"

শান্তি তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বন্য পথে লইয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষার বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল বৃত্তান্ত মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে ঘনবিন্যস্ত শাল তরুশ্রেণীর অন্ধকার-চ্ছায়ামধ্যে পশুপক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি, জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন।

কল্যাণী শান্তিকে বলিলেন, "আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—দুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি পুরুষ!"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিলেন। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এ দিক্ ও দিক্ চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।"

জীবানন্দ বলিলেন, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও ত নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া, এ দিক্ ও দিক্ বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল, ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হ্যাঁ মা—কোথায় যাব মা?"

নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। অগৌণে সন্তানশাসনার্থে মেজর এডওয়ার্ডস্ নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এডওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন সেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই

দিনের জন্য সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পর দিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারি দিকে "বন্দে মাতরম্" গীত হইতে লাগিল।

সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সঙ্কল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এডওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকদেরও সকলেরই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়ে পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। একঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া একদিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন, বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল।

সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন। মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীরদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজশিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্—বল, 'বন্দে মাতরম্'।"

* * *

তখন দুই জনে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক-বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

এখন নবীনানন্দ বেশ পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। সিপাহীরা কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ পয়সা দিল।

বৈষ্ণবী যখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া, চলিয়া যায়; সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?"

বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।"

সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?"

বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।"

এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাড় বাড়ী কোঠা ?"

—"বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। হুঁয়া একটো গর হ্যায় ?

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর ?—কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর,—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড় ?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—হ্যায় ?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আড্মি ?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স্। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায় ? ইয়া নিকেল গিয়া ?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা ?

সাহেব। মেলামে—টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে ?

শান্তি। কাল এসেছি সাহেব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি বলিল, "তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না। বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠলো, পয়সাটা সিকেটা দাও—উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বক্শিস্ দাও ত না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

সাহেব ঝনাৎ করিয়া নগদ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পরশু নেহি, আজ রাতকো হামকো খবর মিলনা চাহিয়ে।"

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আসবো—ওকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড। ছুঁচো বেটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল।

এড। Great General. হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন্ আজ হামকো খবর মিলনে চাহিয়ে। শও রূপেয়া বখসিস্ দেঙ্গে।

শান্তি। শও দাও, আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড। ঘোড়ে পড়।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক এক জন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে?"

লিণ্ড্‌লে বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ড্‌লেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল।

শান্তি বলিল, "ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই! আগে চল ছাউনি ছাড়াই।"

লিণ্ড্‌লে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্‌লে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়্‌সওয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড়্‌সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্‌লে রেকাব হইতে পা তুলিয়া লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। লিণ্ড্‌লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিল। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল।

জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।"

তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

এডওয়ার্ডস্‌ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্‌লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এডওয়ার্ডস্‌ বলিলেন, "An imp of Satan! Strike the tents"

তখন ঠক্‌ ঠক্‌ খটাখট্‌ তাঁম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মাল গাড়ীতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু, মুসলমান, মাদরাজি, গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্‌ মস্‌ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ী ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এ দিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিলেন, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া শয়ন করে। একটু হরি-চরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে।

মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।"

তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর; মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়।"

নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল এই জ্যোৎস্নারাতে ঐ পর্ব্বতশিখরে, আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।"

সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন 'হরে মুরারে' উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল; এবং সেই সেনা, জীবানন্দের অনুকরণ-পূর্ব্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল।

দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ারমুখ ফিরাইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এডওয়ার্ডস্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠবে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীবানন্দ। বল, "হরে মুরারে"।

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হরে মুরারে!"

জীবানন্দ। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, সন্তানেরা রণ করিবে। যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, "বন্দে মাতরম্"।

তখন কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, "বন্দে মাতরম্"।

ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে কামানশ্রেণীর সহিত ইংরেজের গোলন্দাজ-সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে সে মহাগীতি-শব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অশ্ব অস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম গুড়ুম—দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্ত্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

বৃথাই জীবানন্দ, বৃথাই মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই।

তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য "হুর্‌রে! হুর্‌রে!" শব্দ করিতে করিতে গোরা পল্টন্‌ টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অলঙ্ঘ্য অজেয় বৃটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস, এইখানে মরি।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীবা। আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।

তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "অমন নহে। হরি-সাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিবে না? তবে আমি একাই চলিলাম।

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টি মধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বাম হস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে "হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্ত্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তারপর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না ? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, কতক সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

জীবানন্দ শক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এ দিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে ; সন্তান শক্রকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তান-সৈন্য "মার মার" শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এ দিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে, গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে।

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল "হরে মুরারে! হরে মুরারে। লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।"

তখন "হরে মুরারে"র ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সর্ব্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল।

সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুইখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি!—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই কামানের গুম্ গুম্—সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুর্‌রে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক। কেহ ডাকিতেছে "মা!" কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান একত্র জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই

রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণ ধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা। কাঁদিও না"।

শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন।

শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা। জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, "বুকে হাত দিয়া দেখ।"

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই, সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, "নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?"

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, "আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?"

শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, 'বুঝিতে পারিতেছি না।"

শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ। তাই বুঝিতে পারিতেছ না,—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে। নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে। মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল।

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া রক্তসকল ধুইয়া দাও, আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর, বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন।

তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই। কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না।

জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া

আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে। এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না, এখন আর কি করিতে যাইব?"

জীবানন্দ। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শান্তি। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে। এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্ত-ভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।

জীবানন্দ। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদ ভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা।

শান্তি। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্তের কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ।

জীবানন্দ। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তান ধর্ম্মের—সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু গৃহে গিয়া তো সুখভোগ করা হইবে না।

শান্তি। আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুই জনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চির ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জীবানন্দ। তার পর?

শান্তি। তার পর হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুই জনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়। আবার আসিবে কি মা? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

উপসংহার

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা ?"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণি-হত্যার প্রয়োজন নাই !···

···ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক ; পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।"

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ। শত্রু কে ? শত্রু আর নাই। এখন ইংরেজ রাজা হইবে। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞান ! চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন।

কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন।

কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

—সমাপ্ত—